দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ...

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বহাল

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা ভাবতে হবে

পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাবটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিস্তারিতভাবে আবার মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে। এটি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত আগের পদ্ধতি বহাল থাকবে। এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছিল, পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হবে না। এখন আবার পরীক্ষা বহাল রাখার এ সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছে শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক মহল।

> অষ্টম শ্রেণি থেকে সমাপনী পরীক্ষার বিধান করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পরীক্ষার বোঝা যেমন কমবে, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষা বাবদ সরকারের যে বিশাল একটা খরচের ব্যাপার আছে, সেটিও থাকবে না

বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল উৎসবমুখর পরিবেশে। ছোট ছেলেমেয়েরা একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার বিষয় উপলক্ষ করে এ উৎসবে শামিল হবে– এমনটিই কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমরা এ পরীক্ষাকে কোচিংবাণিজ্যের হাতিয়ারসহ দুর্নীতির অন্যতম উপকরণে পরিণত করেছি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জনভোগান্তির সবচেয়ে বড় জায়গা হলো কোচিং সেন্টার। গবেষণায় দেখা গেছে, সমাপনী পরীক্ষার কারণে প্রাইভেট-কোচিং বেড়েছে কয়েকগুণ। কোচিংকে নেতিবাচকভাবে শ্যাডো এডুকেশন বলা হয়। এর পাল্লায় পড়ে আমাদের মূলধারার শিক্ষা বিপর্যস্ত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে– যেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেটই শিক্ষার্থীর জীবনের সব কিছু। পৃথিবীর আর কোনো দেশে অষ্টম শ্রেণির আগে পাবলিক পরীক্ষার বিধান নেই। অষ্টম শ্রেণি থেকে সমাপনী পরীক্ষার বিধান করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পরীক্ষার বোঝা যেমন কমবে, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষা বাবদ সরকারের যে বিশাল একটা খরচের ব্যাপার আছে, সেটিও থাকবে না। এ টাকা তখন শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। কাজেই সব কিছু মাথায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিষয়টি সরকার পুনরায় বিবেচনা করবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে আসবে– এটিই প্রত্যাশা।